২০০২ এর গুজরাট দাঙ্গা -- সত্য বনাম অসত্য

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

গত ৪ জানুয়ারি পুনেতে মধু পূর্ণিমা কিসওয়ারের লেখা বই মোদীনামার মারাঠি সংস্করণ প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মধু কখনই বিজেপি সমর্থক নয়। বরং যতদুর মনে পড়ছে অতীতে বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে বিজেপির বিরোধিতা করতে দেখা গেছে তাঁকে। বইটা হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হবে। পুনের বিনীত কুবের বইটার মারাঠি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। লেখকের বেশ কয়েক মাসের গবেষণার ফসল এই বই। ২০০২ এর দাঙ্গা প্রসঙ্গে বেশ কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিনি। এবং এর থেকে য়ে তথ্য উঠে এসেছে তারই ভিত্তিতে লেখা হয়েছে এই বই। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলতে উঠে আমি বেশ কয়েকটা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করি যার মাধ্যমে এই দাঙ্গার সঙ্গে মোদীর জড়িত থাকার অপপ্রচার চালান হয়েছিল। আমি এটাও ব্যাখ্যা করি যে এই প্রয়াস কার্যকর হয়নি , কারণ এর বেশিরভাগটাই মিথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

আমার বক্তব্যে আমি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছি।

প্রথম, সবরমতী এক্সপ্রেসে কে আগুন লাগিয়েছিল।

এটা প্রথমদিন থেকেই খুব স্পষ্ট যে গোধরা স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট সমপ্রদায়ের কিছু বেপথু মানুষ সবরমতী এক্সপ্রেসের এস ৬ কামড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে গুজরাট পুলিস এর তদন্ত শুরু করে ও পরে সুপ্রিম কোর্ট সিট কে বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দেয়। এই তদন্তের ভিত্তিতেই মামলা চলে, যেখানে এটাই প্রতিষ্ঠিত যে গোধরায় ঘটনার একদিন আগে একটা বৈঠক হয়েছিল। স্টেশনে জালানী তেল নিয়ে আসা হয়েছিল। এস ৬ কামরার দরজা বাইরে থেকে এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সশস্ত্র জনতা যখন ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন বাইরে কেউ বেরিয়ে আসতে না পারে।

এক শ্রেণির মিডিয়া ও কিছু এনজিও অসৎ প্রচার চালায় যে কেউ বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়নি। কামরার ভিতরেই আগুনের সূত্রপাত। মামলায় এক বিরাট সংখ্যক মানুষ ষড়যন্ত্র দাঙ্গা ও খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। এদের আবেদনের শুনানি এখনও স্থগিত রয়েছে। এই বৃহদাকার তথ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও ইউপিএ ১ সরকার তাদের রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউ সি ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ফের একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে । এই কমিটির রিপোর্টে বলা হয় আগুন লাগানো হয়েছিল ভিতর থেকেই। এই রিপোর্টের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। এবং মানুষই একে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বিচারবিভাগীয় রায়েও এই রিপোর্টের সমস্ত তথ্যকে মিথ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই মিথ্যে প্রচারের পিছনে একটাই উদ্যেশ্য, আর তা হল এটা প্রতিষ্ঠিত করা যে দাঙ্গায় ইন্ধন দিতে হিন্দুরাই এই কামরায় আগুন লাগিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত , ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমন্মিত মোদীর সাক্ষাৎকার যা কখনই তিনি দেননি।

গুজরাট দাঙ্গায় মোদীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে ২০০২ এর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মোদীর একটা সাক্ষাতকার প্রকাশ করে। এই সাক্ষাৎকারে মোদীর মুখে বসানো হয় যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান প্রতিক্রিয়া আছে, তাই প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গোধরার হিংসা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এরকম কোনও সাক্ষাৎকারই দেননি। এমন কি ওই সংবাদপত্রের কোনও রিপোর্টার তাঁর সঙ্গে দেখাও করেননি। তাই এটা খুবই আশ্চর্যের যে প্রশ্ন উত্তরের ভিত্তিতে নেওয়া ওই সাক্ষাৎকার যেখানে মোদী হিংসার সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন তা কিভাবে প্রকাশিত হল। গুজরাট সরকার ওই সংবাদপত্রকে লিখিতভাবে জানায় যে তাদের কোনও প্রতিনিধি কখনই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাই করেননি। পরের ২০ দিনেও এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। তারপরে সমপাদকীয় কলামে এই চিঠি প্রকাশ করা হয় এবং তার একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয় যে কোনও রিপোর্টার মোদীর সঙ্গে দেখা করেননি, তবে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে মোদীর যে সমস্ত সাক্ষাৎকার দেখানো হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই লেখা প্রকাশ করা হয়।

তৃতীয়তঃ ২৭-২-২০০২ এ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বৈঠক

নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মিথ্যে চক্রান্তের এটা তৃতীয় অধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিসের ডিজি, স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব প্রমূখ। রাজ্য প্রশাসন ও পুলিসের আট পদস্থ কর্তা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এসপি র‍্যাঙ্কের অফিসার সঞ্জীব ভাটের সেখানে উপস্থিতির কোনও কারণই নেই। ২০০৬ এ প্রথমবার অভিযোগকারী জাকিয়া জাফরি অভিযোগ আনলেন যে ওই বৈঠকে নাকি নরেন্দ্র মোদী হিন্দুদের তাদের ক্ষোভ প্রকাশে বাধা না দেওয়ার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এই বক্তব্য পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। বরং সামপ্রদায়িক হিংসা বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শান্তি রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। ওই বৈঠকের আট বছর পরে সঞ্জীব ভাট দাবি করেন ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি যেখানে উস্কানিমূলক কথা বলেছিলেন মোদী। বৈঠকে উপস্থিত আট প্রশাসনিক কর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন সিট। আটজনই জানিয়েছেন যে ওখানে এরকম কোনও মন্তব্য করেননি মোদী এবং সেখানে সঞ্জীব ভাট উপস্থিতও ছিলেননা। কিন্তু উদ্যেশ্য প্রণোদিতভাবে গান্ধীনগরের ওই বৈঠকে সঞ্জীব ভাটের উপস্থিতি দেখাতে চাইছে সিট আদতে ওই সময় যিনি ছিলেন আহমেদাবাদে। এর সপক্ষে কলডাটা রেকর্ডও দেখানো হচ্ছে।এক শ্রেণির এনজিও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সিটের রিপোর্টে অবশ্য পরে বলা হয় সঞ্জীব ভাট ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলনা এবং মুখ্যমন্ত্রীও ওই ধরণের মন্তব্য করেননি।সিটের এই রিপোর্টকে আদালতও সিলমোহর দেয়।

এক দশক ধরে মিডিয়ায় এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলে। আমি সবসময় বিশ্বাস করি সত্যের জয় অবশ্যমভাবী। সেই বিশ্বাসেই এই লেখা।